২২-০৬-১৬ প্রাত : মুরলি ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - পুরোপুরি রাজ্যাধিকার নেওয়ার জন্য এক বাবার সাথে সম্পূর্ণ প্রীত রাখো , তোমাদের প্রীত কোনও দেহধারীর প্রতি রাখা উচিত্ নয় "

প্রশ্ন:- যারা দৈবী সম্প্রদায়ের হবে তাদের কাছে কোন্ কথার গুরুত্ব থাকবে ?

উত্তর :- যখন তোমরা ওদের বলবে যে , বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় আর দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় , তখন এই কথাগুলো ওদের মনে গুরুত্ব পাবে । ওদের বুদ্ধিতে আসবে আমাদের দেবী -দেবতা তৈরি হতে হবে এইজন্য আমাদের খাওয়া -দাওয়া শুদ্ধ রাখা উচিত্ ।

গীত :- ভোলানাথের থেকে নিরালা. . .

ওম্ শান্তি । ভোলানাথের বাচ্চারা ভোলানাথের থেকে শুনছে । ভোলানাথ শিবকেই বলা হয়ে থাকে। ওঁনার নামই শিব । ভোলানাথের বাচ্চা অর্থাত্ শিবের বাচ্চা । আত্মারা এই কান দ্বারা শুনছে। এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম -অভিমানী হয়েছ । বাচ্চারা টেপ রেকর্ডে মুরলি শুনে বুঝে যায় শিববাবা আমাদেরকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন , আমি সব আত্মাদের পিতা- যাঁকে তোমরা পরমপিতা পরম আত্মা বা পরমাত্মা বলো । ওনাকে সর্বদা ফাদরই বলা হয় । উনি যে ফাদর এ কথা কে বলে? আত্মা । আত্মার এখন জ্ঞান হয়েছে আর কোনও মনুষ্য মাত্রেই এই জ্ঞান নেই । আমরা আত্মাদের দুই বাবা । এক হলেন সাকার আরেক হলেন নিরাকার । উঁনি যে পরমপিতা এই বোধোদয় আর কেউ জাগাতে পারেনা । বাবা ছাড়া এই কথা দ্বিতীয় কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেনা । বাবাই জিজ্ঞাসা করেন তোমরা যে বলো পরমপিতা পরমাত্মা ,গড ফাদর ওই শব্দ তোমরা কার জন্য বল? লৌকিক বা পারলৌকিক বাবার জন্য ? লৌকিক বাবাকে গড ফাদর কি বলবে ? হিন্দি শব্দ পরমপিতা তো এক নিরাকারই বোঝায় । ঈশ্বর ,প্রভু বা ভগবান বললে বাবা প্রমাণ হয়না । গড ফাদর শব্দ বেশ ভালো । আত্মা বলেছে উঁনি আমাদের গড ফাদর । লৌকিক ফাদর শুধুমাত্র শরীরের বাবা । তোমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে -তোমাদের বাবা ক'জন ? এক তো লৌকিক ,দ্বিতীয় পারলৌকিক । এই দুইয়ের মধ্যে বড় কে ? নিশ্চয়ই বলবে পারলৌকিক ফাদর । ওঁনার মাহাত্ম্য উঁনি সব পতিতকে পবিত্র বানান । এখন তোমরা তা বুঝে গেছ । দুনিয়ার লোকেরা কেউ এসব বোঝেনা । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন - তোমাদের পারলৌকিক বাবার সাথে প্রীত থাকে । অন্যদের হয় বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । মহাভারতের যে গল্প তোমরা শুনেছ তা এখন শুরু হবে । যুদ্ধ - বিমান , কামান ইত্যাদি সকলেই একে অপরের সাথে যার যেরকম চাই পয়সার বিনিময়ে আদানপ্রদান করছে । ধার-বাকিতেও নেয় । প্লেন , বারুদ ইত্যাদি সব কেনে , এসবই অত্যন্ত দামী । বিলেতের লোকেরা তৈরি ক'রে সেসব আবার বেচে দেয় । ভারতবাসী আদৌ এরোপ্লেন ইত্যাদি বিক্রি করে ! এই জিনিস সবই বাইরে থেকে আসে । এখন যে জিনিস কেনা হচ্ছে তার তো অবশ্যই ব্যবহার হবে। ফেলে দেওয়ার জন্য তো আর নেয় না ! ওরা সব বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি যাদব সম্প্রদায় , যারা ইউরোপে থাকে । ওদের মধ্যে সব এসে গেছে । ভারত তো অবিনাশী খণ্ড কেননা অবিনাশী বাবার জন্মভূমি । বাবা আসেনই তখন ,যখন পুরনো দুনিয়া সমাপ্তির মুখে আর জন্ম সেখানেই নেন যেখানে কখনও শেষ হয়না । বাবা এসেছিলেন তাই তো শিব জয়ন্তী পালন হয় কিন্তু ওদের এটা জানা নেই শিববাবা কখন আসেন ! আসেন সেই সময়ে যখন বিনাশের প্রস্তুতি চলে । এখন বাবা

বলেন যে ইউরোপবাসী যাদব সম্প্রদায়ের সত্যযুগে কোনো ভূমিকা থাকেনা । না বৌদ্ধ , কৃশ্চিয়ানদের কোনো ভূমিকা থাকে । বাবা এখন বলছেন ওদেরই বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি কেননা ওরাই পরমাত্মা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে । বিনাশকালে তোমাদেরই প্রীত বুদ্ধি থাকে । তোমরা বাবাকে জানো । তোমরা বুঝেছ –আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি । ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আমরা পাপ আত্মা , তমোপ্রধান হয়ে গেছি। ভারতবাসী ৮৪ জন্ম নিয়েছে । এখন নাটকে সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে , সবাইকে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের বাবা রাজাযোগ শেখাচ্ছেন । এটা সকলের অন্তিম সময় অর্থাত্ মৃত্যুর সময় । যাদবদেরও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মায়নি , এইজন্য বিনাশ কালে তাদের বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয় । কোনও দেহধারী মনুষ্যের প্রতি প্রীত রাখা ঠিক নয় । ওরা তো হচ্ছেই রচনা , বাবার থেকে ওরা বরসা পায়না । ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে বিশ্বের রাজ্য অধিকার তো পেতে পারেনা তাই –না ! এতো যাথার্থ্য ভাবে বোঝানো হয়েছে । বাবা এসে আবার কাঁটা থেকে ফুল বানিয়ে তোলেন । মনুষ্য পাঁচ বিকারে মধ্যে পড়ে পতিত হয়ে যায় । এখন হচ্ছেই রাবন রাজ্য । সত্যযুগ ছিল দৈবী রাজ্য । শিববাবাই স্বর্গপুরী রচনা করেন । এই স্বর্গপুরীতে সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী –নারায়ণের রাজত্ব ছিল । এখন তোমরা জেনেছ স্বর্গরাজ্যের স্থাপনা শুরু হয়েছে । বিনাশকালে তোমাদের প্রীত বুদ্ধির জন্যই বিজয় প্রাপ্ত হয় । এটাই খুব ভালো করে স্মরণে রাখতে হবে । আমরা ভারতবাসী যারা কলিযুগে আছি তারা আবার পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করে স্বর্গে চলে যাব । এই বিকারি সম্বন্ধ হলো বন্ধনের আরেক নাম । তোমরা বিকারী বন্ধন থেকে নির্বিকারী সম্বন্ধে গেলে তবে পরের জন্মে বিকারী বন্ধনে আসতে হবেনা । ওখানে সবই নির্বিকারী সম্বন্ধ , এই সময়ের বন্ধন আসুরিক । আত্মা বলে আমাদের শিববাবার সাথে ভালবাসা . . . তোমাদের ব্রাহ্মণদের প্রীত আছে কেননা তোমরা প্রকৃতরূপে বাবাকে জেনেছ । বাবাকে , সৃষ্টিচক্রকে জেনে তোমরা আবার অন্যদেরকেও বোঝাও । যে যত অন্যকে বোঝাবে সে ততো অনেকের কল্যাণ করবে । যে যথার্থভাবে বুঝে জ্ঞান ধারন করতে পারে সেই উঁচু পদ পায় । সর্ভিস কম করলেও পদ কম হয়ে যাবে । সারা দুনিয়া পতিত হয়েছে । প্রত্যেককে পবিত্র হওয়ার রাস্তা দেখাতে হবে , এছাড়া কোনও উপায় নেই । স্মরণের পথেই বিকর্ম বিনাশ হবে । যারা দৈবী সম্প্রদায়ের তাদের মধ্যে শব্দগুলো গুঞ্জরিত হবে (গুনগুন করা) , বুঝতে পারবে এতো সব ঠিক কথা । বরাবর আমরা দেবী –দেবতা হয়ে এসেছি । আমাদের ভোজনও শুদ্ধ হওয়া চাই । এখানে দৈবী গুণ ধারণ করে সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে । এখন তোমরা তৈরি হচ্ছ । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ – বিনাশকালে ওরা বিপরীত বুদ্ধিতে চলবে আর তোমাদের প্রীত বুদ্ধি থাকবে বাবার সাথে । এর মধ্যেও যে তীব্র প্রীত বুদ্ধির সে বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে আনন্দিত থাকবে । আমরা বাবার থেকে ২১ জন্মের স্বর্গের রাজ্যভার নিই । একমাত্র বাবাই ঠিক বলেন যে , অন্য কারও সাথে সন্তুষ্টি না রাখতে । যখন নতুন বাড়ী বানানো হয় ,তখন নতুন বাড়ীর প্রতি একটা ভালবাসা তৈরি হয় । বোঝাই যায় যে পুরানো বাড়ী ভাঙা হবে । সেরকম আমরাও পুরানো দুনিয়া থেকে আমাদের মন সরিয়ে নিচ্ছি । বাবা বোঝাচ্ছেন – দিনকে দিন বায়ুমণ্ডল খারাপ হতে থাকবে । দেখছই তো কত অশান্তি ,গন্ডগোল লেগেই রয়েছে , এইসব থেকে বুঝবে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । আমাদের যেতে হবে নতুন দুনিয়াতে । তাই নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে । বেহদের বাবা আর বিশ্বের রাজত্ব স্মরণ করতে হবে , অন্য কাউকে স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যাবেনা ।মনুষ্য ভক্তিমার্গে কত স্মরণ করে । মা –বাবা , বন্ধু –বান্ধব ,পরিজনকে স্মরণ করেও আবার দেবী –দেবতাদের কত স্মরণ করে । গঙ্গাজলে স্নান করে , এই গঙ্গাকে পতিত –পাবনী বলে । দেখানো হয়েছে তীর মেরেছে আর গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে । মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে মুখে গঙ্গাজল দেয়া ভাবে একটু গঙ্গাজল পেলে মুক্তি পেয়ে যাবে । বাবা বলেন – এখানে হয় জ্ঞানের কথা । তুমি

অল্প জ্ঞানও যদি শোনো তার ফল পেয়েই যাবে । এই জ্ঞান , শোনার জন্য । অমৃত পানের জিনিস নয় , এটা হচ্ছে জ্ঞান অর্থাত্ জ্ঞানামৃত । এরকম ভেবোনা যে ভোগের দিন অমৃত পান করানো হয়া না , সেতো মিষ্টি জল । এখানে তো হচ্ছে জ্ঞানের কথা । জ্ঞান অর্থাত্ বাবা আর সৃষ্টির আদি -মধ্য -অন্তকে জানা - কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র ঘোরে , কে ৮৪ জন্ম নেয় । সবাই এই জ্ঞান নিতে পারেনা। প্রথম -প্রথম ভারতবাসীই আসে , তারাই ৮৪ জন্ম নেয় । যাঁরা দেবতা ছিলেন তাঁরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে পতিত হয়ে যান । এই লক্ষ্মী -নারায়ণ দেবী -দেবতা , এনাদের ভোগে কি সিগারেট ইত্যাদি দেওয়া হয় ? সিগারেটে আসক্ত কেউই উঁচু পদ পেতে পারেনা । এটা কোনও দৈবী জিনিস নয় । সিগারেট বা পিঁয়াজ ,রসুন খেলে আরও নীচে নেমে যাবে । বলে , এসব খাওয়া ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন - শিববাবাকে স্মরণ করো । এই সব অভ্যাস ছেড়ে দিলে তোমাদের সদগতি হবে । সিগারেটের অভ্যাস অনেকের মধ্যেই থাকে । বুঝিয়ে দেওয়া হয় , দেবতাদের কখনও এই ভোগ দেওয়া হয়না । তোমাকে তো এঁদের মতো এখানেই তৈরি হতে হবে । তুমি খারাপ জিনিস খেতে থাকলে তার একটা গন্ধও বেরোতে থাকবে । সিগারেট বা মদাসক্ত লোকেদের দূর থেকে গন্ধ আসে । তাই তোমাদের -বাচ্চাদের দৈবী গুণ ধারন করে বৈষ্ণব হতে হবে । বিষ্ণুর সন্তান যেমন হয় , তোমরা বিষ্ণু অর্থাত্ দৈবী সন্তান হয়ে উঠছ । এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । এটা তোমাদের সর্বোত্তম জন্ম । দেবতাদের থেকেও তোমরা উত্তম । তোমরা আরও অনেককে উত্তম বানাতে চলেছ । এই হচ্ছে বেহদের বাবার মেশিনারী । কৃশ্চিয়ানদের মেশিনারী হয় তাই না ! কৃশ্চিয়ানরা অনেককে নিজেদের ধর্মে পরিবর্তিত করেছে । কিন্তু এখানে ঈশ্বরীয় মেশিনারী । তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে আবার দেবতা ধর্মে পরিবর্তিত হও । তোমরা জানো আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি । তোমরা জীবনে থেকেও জীবনের সকল স্পৃহা থেকে নিজদের মুক্ত করে তারপরে দেবতা হতে পার । সত্যযুগে তোমাদের জন্ম হবে গর্ভমহলে । এখানে বাবা তোমাদের ধর্মের বাচ্চা বানিয়েছেন অর্থাত্ ধর্মের পথে চালিত করেছেন , তোমাদের ধর্মাত্মা তৈরি করতে । বাবা তোমাদের আপন করেছেন । বাচ্চাদের বাবা শেখান , ব্রাহ্মণ থেকে আবার দেবতায় পরিণত হও । এই মনুষ্যরা কত উঁচুতে , দৈবীগুণ সম্পন্ন । যখন তোমরা আত্মারা পবিত্র হবে তখন শরীরও পবিত্র হতে হবে । পুরানো শরীর শেষ হয়ে আবার তোমাদের নতুন সতোপ্রধান শরীর চাই । সত্যযুগে পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান হয়ে যাবে । বাবা বলেন - তোমরা শূদ্র বর্ণের ছিলে । এখন আবার ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছ তারপরে আবার দৈবী বর্ণে এসে যাবে । ৮৪ জন্ম যে নিতে হবে । ব্রাহ্মণ বর্ণকে নিশ্চল করে রেখেছো এখন বাবা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে পুনরায় দেবতা বানান । এখন তোমরা ব্রাহ্মণেরা শীর্ষস্থানে পৌঁছেছ । ডিগবাজি খেলা (মাথা নীচু করে পা শূন্যে তুলে উল্টে পড়া) তাই -না ! অর্থাত্ আমরা প্রথমে শীর্ষে থাকি ধীরে ধীরে কলা কমে শীর্ষ থেকে নীচে নেমে আসি , আদি -মধ্য -অন্তকাল ধরে এই ডিগবাজি খেলা চলতে থাকে । এখন ব্রাহ্মণ আবার দেবতা , ক্ষত্রিয় . . . .একেই চক্র বলা হে থাকে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছ । এই জ্ঞান তোমাদের হয়েছে পরে তো প্রারব্ধ ভোগ করবে (পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল) । এই সময়ে পুরুষার্থ করে যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে তারা ওখানে ২১ জন্ম যাবৎ সদা সুখী থাকবে । কেউ রাজ বংশে , কেউ প্রজাতে যাবে । রাজ পরিবারে সুখই সুখ তারপরে আবার কলা কমে যায় । তোমরা ৮৪ জন্মের জ্ঞান পেয়েছ । স্মৃতিতে আসছে । বাবা এসে বুঝিয়ে দেন মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা , তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । কেউ কেউ ৮৪ জন্ম , ৮০, ৫০, বা ৬০ জন্মও নিয়ে থাকে । সবার থেকে বেশী সুখ তোমরা ভারতবাসীরা দেখ । এই ড্রামাতে তোমাদের নাম সবচেয়ে উপরে । দেবতাদের থেকেও তোমরা উঁচুতে । তোমরা জানো যে আমরাই সেই পূজ্য হই । সত্যযুগে আমরা কাউকে পুজো করিনা

আবার আমাদেরও কেউ পুজো করে না । ওখানে আমরা হচ্ছিই পূজ্য , পরে ধীরে ধীরে কলা কম হয়ে যায় । আমরা পূজ্য থেকে আবার পূজারী হয়ে মাথা নত করি । দ্বাপরে এসে আমরা পূজারী হতে শুরু করি । অন্তিমে সবাই আবার ব্যভিচারী হয়ে যাই । এই শরীর পাঁচ তত্ত্বের তৈরি , এই শরীরের যদি কেউ পুজো করে তবে তাকে বলা হয়ে থাকে ভূত পুজো । প্রতি একজনের মধ্যে পঞ্চভূত (পাঁচ বিকার) আছে । দেহ -অভিমানের ভূত , আবার কাম -ক্রোধের ভূত । ভূত সম্প্রদায় বলো বা আসুরিক সম্প্রদায় বলো ব্যাপার একই । বাবা এসে আবার দৈবী সম্প্রদায় তৈরি করেন । বাবা আসেন ভূতের অর্থাত্ পাঁচ বিকারের কবল থেকে উদ্ধার করতে এবং নিজের সাথে যোগ লাগিয়ে দেবতা বানাতে । গুরু নানকও মহিমা গেয়েছেন পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্যকে দেবতা বানিয়েছেন । উঁনিই পতিতকে পবিত্র বানানোর কারিগর । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপ দাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার (পরমপিতা পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য যে -যে খারাপ অভ্যাস আছে সে সব ছাড়তে হবে । শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ধর্মে পরিবর্তিত করে দেবতা বানানোর জন্য ঈশ্বরীয় মিশনের কার্যে সহযোগী হতে হবে । মদ, সিগারেট অথবা যে কোনও বাজে অভ্যাস যা কিছু আছে তা ত্যাগ করতে হবে ।

২) এই বিনাশ কালের সময় এক বাবার সাথে সত্যকার ভালবাসা রাখতে হবে । পুরানো বাড়ী ভাঙা পড়বেই এইজন্য এর থেকে মন সরিয়ে নতুনের সাথে জুড়তে হবে অর্থাত্ পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জেনে নতুন দুনিয়ার স্থাপনায় মন লাগাতে হবে ।

বরদান :- মরজীবা স্থিতি দ্বারা হিম্মত আর উল্লাসের অবিনাশী স্ট্যাম্প লাগানোর কারিগর ,প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব (হও) !

যে প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন হবে তার প্রত্যেক আচার -ব্যাবহারে , নয়নে নিশ্চয়তার উদ্যম -উৎসাহ প্রকাশ পাবে । কিন্তু হিম্মত আর উল্লাসের অবিনাশী স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য নিজের অতীত বা ঈশ্বরীয় মর্যাদার বিপরীত সংস্কার ,স্বভাব , সঙ্কল্প বা কর্ম যা কিছু হয় তার থেকে মরজীবা হও । প্রতিজ্ঞারুপী স্থিতিতে স্থিত হয়ে বাস্তবে প্রতিজ্ঞা প্রমাণ হয়ে চলতে থাকো । হিম্মতের সাথে উল্লাস থাকলে প্রাপ্তির ঝলক দূর থেকেই দেখা যাবে ।

স্লোগান :- অনেকের মাঝে বা সংকট কালে ডাবল লাইট স্থিতিতে থাকার অধিকারীই ধারণামূর্ত হয়া